দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 19 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

দাখিলে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে '২শ' নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের অভিনন্দন

□ স্টাফ রিপোর্টার : মাধ্যমিকের মতো দাখিল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হবে এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। পাশাপাশি দাখিল পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, পরিবেশ ও বাংলাদেশ এবং বিশ্ব পরিচয় বিষয়গুলো। গতকাল (বুধবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ সম্পর্কিত এক

পৃঃ ১২ ক ৩

দাখিলে বাংলা ও ইংরেজি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মতবিনিময় সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের গুণগতমান আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাগণের মতামতের ভিত্তিতে দাখিল পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজির নম্বর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সমান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকারের ইসলামী শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ, ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বাধা উত্তরণের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্তকরণে একটি বিশেষ মাইলফলক হয়ে থাকবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা রইলো না। শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কাজটিও এর মাধ্যমে শুরু হলো। আগামীতে আলিম (এইচএসসি) পর্যায়েও বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষায় নম্বরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমতা আনা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সভায় জানানো হয়, দাখিল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগে বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বর করে মোট ২০০ নম্বরের ওপর পরীক্ষা দিতে হতো। অথচ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা এ দুটি বিষয়ে ২০০ করে মোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়। এখন দাখিল পর্যায়েও এ দুটি বিষয়ে সমতা আনা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দাখিল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মোট ১৩০০ নম্বরের পরীক্ষা দেবে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে ১১০০ নম্বরে। সভায় আরো জানানো হয়, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা আবশ্যিক বিষয়ে ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়। স্কুল পর্যায়ে বাছাই করা বিষয়ের মধ্যে পড়তে হয় ২৫০ নম্বর। এছাড়া অতিরিক্ত বিষয়ে আরো ১০০ নম্বর। মাদরাসায় বাছাই করা বিষয়ের মধ্যে পড়তে হয় ৪০০ নম্বর। তাই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল পর্যায়ে ১০০০ ও মাদরাসা পর্যায়ে ১০৫০ নম্বর পড়তে হয়। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব অধ্যক্ষ মো. শাব্বীর আহমদ ওসমানী বলেন, দাখিল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বর করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ এ দাবি করে আসছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্টরা এবং বিভিন্ন আলিম ও কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষদের ঐক্যমতে আধুনিক ও যুগোপযোগী একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এমন একটি সিদ্ধান্ত হওয়াতে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি এ এম এম বাহাউদ্দীন শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, এ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে যেসব বাধা আছে তা দূর হবে।

উল্লেখ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে মাদরাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনায় পড়তে হতো। এ নিয়ে গত কয়েক বছরে তাদের প্রতিবারই আদালতে যেতে হয়েছে।

সভায় শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল মুত্ত, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব প্রফেসর মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দীনসহ বিভিন্ন আলিম ও কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাদরাসা ছাত্র ঐক্য পরিষদের অভিনন্দন

দাখিল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বর করে মোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছে মাদরাসা ছাত্র ঐক্য পরিষদ। গতকাল বুধবার পরিষদের এক বিবৃতিতে সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম বলেন, সরকার সময়োপযোগী এই সিদ্ধান্ত নেয়ায় মাদরাসা শিক্ষা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, মাদরাসার ছাত্ররা দীর্ঘদিন ধরে মেধা